দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

# কৃষিক্ষেত্রে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করছে শেকৃবি

॥ শেকৃবি সংবাদদাতা ॥

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যালামনাই এসোসিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একসাথে দেশের কৃষি ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য কাজ করছে। শেরেবাংলা কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে এই সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তৎকালীন কৃষি ইনস্টিটিউটের ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশন ২০০৩ সালের জুনে নতুন নাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনাই এসোসিয়েশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সংগঠনটির প্রচেষ্টায় কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট হওয়ার অধিকার পান। প্রয়াত গ্রাজুয়েটদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য, ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, কৃষি নিয়ে সেমিনার, সভা, মতবিনিময় করে যাচ্ছেন তারা। সর্বশেষ ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটের কৃষি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বন্টনের ব্যাপারে অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টার কাছে একটি সুপারিশমালা দিয়েছেন। তৃণমূল পর্যায়ের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সার, ডিজেল, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণের ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা সমাধানে প্রস্তাব রাখা হয়েছে বলে জানান বিএডিসির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হোসেন। সাবেক কৃষিমন্ত্রী ও সংগঠনটির সভাপতি মো: মহবুব উজ্জামান জানান, এ্যালামনাই এসোসিয়েশনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জড়িত করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে। কিছু সমস্যার কারণে সংগঠনটি তাদের কার্যক্রম ঠিকমত চালাতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের নিজস্ব কোন কক্ষ নেই। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে সভা করতে হয়। নির্দিষ্ট কোন স্থান না থাকায় গ্রাজুয়েটদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমও ব্যাহত হয়। ২০০৬ সালের আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ৩৪ জন গ্রাজুয়েট রেজিস্ট্রেশন করেছেন। ফলে সিন্ডিকেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের জন্য যে সংরক্ষিত সদস্যপদ রয়েছে তা এখনও শূন্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক কামাল উদ্দীন আহমেদ গ্রাজুয়েটদেরকে ২০০ বা ১২০০ টাকার বিনিময়ে যথাক্রমে সাধারণ বা আজীবন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট হওয়ার আহ্বান জানান। এদিকে সিন্ডিকেটে একজন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট পাঠানোর নির্বাচন প্রক্রিয়ার কোন নীতিমালা বা আইন তৈরি হয়নি। ফলে কবে নাগাদ একজন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট সিন্ডিকেট সদস্য হবেন তা নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে উপাচার্য প্রফেসর ড. এ এম ফারুক বলেন, রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটরা সর্বসম্মতিক্রমে একজনের নাম প্রস্তাব করলে তাকে সিন্ডিকেট সদস্য করা যাবে। এক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যন্ত না গেলেও চলবে।